মাদার'স ডে

গ্রামের নাম চর ভেদুরিয়া। হাসমত লঞ্চ থেকে নামতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। সে সামনের চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসলো। দুইটা সসপেনের একটাতে ভাত আর অন্যটাতে তেলে ভাসা হলুদ সুপ জাতীয় কোনও সালুন হবে। তার সালুনের নাম জানতে ইচ্ছে করছে না। সে এক কাপ চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালো।
তার সামনে দিয়ে দু'জন জেলে ধরনের লোক লুঙ্গি উঁচিয়ে কাঁধে মাছের হাড়ি নিয়ে হেটে যাচ্ছে। ঝাঁকুনিতে হাঁড়ি থেকে পানি গড়িয়ে তাদের কাঁধ বেয়ে নিচে পড়ছে। হাসমত তাদের অনুসরণ করে এগুতে লাগলো। মাটির রাস্তায় মাঝে মাঝে পানি জমে খুব পিচ্ছিল হয়ে আছে। বেশ কিছুদূর হাটার পর তারা বাজারে পৌঁছল। আজ মনে হয় হাটবার না তাই বাজার খুব একটা জমজমাট বলে মনে হোল না। তবে মাছের চাতালে আমদানি ভালো। হাসমত এগিয়ে গেল। মাছ কেনা বেচার নিলাম আর হাঁক ডাক চলছে। এখান থেকে মাছ কিনে ব্যবসায়ীরা ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় চালান দেয়।

হাসমত তার পরনের প্যান্টটার পায়াটা একটু গুটিয়ে নিলো। গ্রামে পৌঁছে তার মনে এক ধরনের মিশ্র অনুভূতি দেখা দিল। সে তার ছেলেবেলার স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করলো। সবকিছু তার কাছে কেমন জানি ঘোলা আর অপরিষ্কার মনে হতে লাগলো। তাদের বাড়িটা ছিল নদীর কিনারা ধরে। অন্যপাশে ছিল সাদা কাশবন। সে প্রায়ই কাশ বনের মধ্যে দিয়ে মায়ের হাত ধরে নদী পাড়ে নাইতে যেত। কিংবা বাজানের সাথে ডিঙ্গি নৌকায় করে যেত মাছ ধরতে। তার বাজান ছিল ভয় ডরহীন শক্ত সামর্থ্য জেলে। সে ভরা পূর্ণিমায় জোয়ার ঠেলে মাছ মারতো। ভোরের আলো ফোঁটার আগে আগে জাল আর মাটির হাঁড়ি ভর্তি মাছ কাঁধে ফেলে বাড়ি ফিরতো। মা তার সেই অবধি জেগে বসে থেকে কুপির আলোয় নূতন জাল বুনতো বা রিপু করতো। বাজানের পায়ের শব্দ পেলেই মা কুপি হাতে উঠানে নেমে এসে বাজানের কাঁধ থেকে জাল আর মাছ ভর্তি হাঁড়ি নামিয়ে তারপর হেঁসেলে গিয়ে ভাত চড়িয়ে দিত। বাজান গাং পাড় থেকে নাইয়ে এসে খেতে বসতে বসতে হাঁক ছাড়তো

ও হাসু, হাসু বাজানের ঘুম ভাঙল?

বাজানের গলার আওয়াজ পেয়ে সে চোখ ডলতে ডলতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতো।

আসো বাজান হগলে একলগে খাই। কামলা তুমিও চারটা মুখে দিয়া লও।

মা বলতো

আপনারা আগে খাইয়া ওঠেন। আমি হাঁস মুরগীরে খাওন দিয়া বেলা ওঠোনের আগে নাইয়া আসি।

বাজান খাওয়া সাইরা ঘুমাইতে গেলে হাসমত আদর্শ লিপি লইয়া বইতো।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে বাজার থেকে বেরিয়ে এসে পুবদিকে এগিয়ে যায়। সামনে একটি বড় খেলার মাঠ আর বামদিকে টিনের একচালা ঘর। পুরানো একটা সাইনবোর্ডে লেখা উত্তর চর ভেদুরিয়া হাই স্কুল।

স্কুলের আশে পাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হয়ত স্কুল ছুটির পর জায়গাটা নীরব হয়ে যায়। স্কুলের চাপ কল থেকে সে পানি খেয়ে আর বাকিটা চোখে মুখে ছিটিয়ে নিলো। তারপর হাটার ক্লান্তিতে পাশের একটা বাঁশের বেঞ্চিতে বসে পড়লো।

নদীর ভাঙ্গনে তাদের জায়গা বা ঘরের কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ১৯৮৮ সালের কথা। তার বয়স তখন ছয় বা সাত হবে। বেশ কিছুদিন যাবত নদী ফুঁসছিল। জ্বল-শ্বাস বা বন্যা এই এলাকায় নূতন কিছু নয়। কিন্তু সেবারের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। তার যতদূর মনে পড়ে নদীর পাড় ছাপিয়ে চারিদিক থেকে পানি বাড়তে শুরু করলো আর রাত বাড়ার সাথে সাথে শুরু হোল প্রবল বর্ষণ ঝড় আর ঘূর্ণি হাওয়া। এর বেশি কিছু সে মনে করতে পারলো না

তাকে অন্যান্যদের সাথে উদ্ধার করে প্রথমে বরিশাল সদর হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর অল্পবয়সী বাচ্চাদের সাথে তাকেও একটি এনজিও এর আশ্রয়ে কিছুদিন রাখা হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি আর চেষ্টা করেও তার বাবা মায়ের জীবিত বা লাশের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারও কিছুদিন পরে জার্মানির এক নিঃসন্তান দম্পতি তাকে দত্তক নিয়ে কোপেনহেগেন নিয়ে যায়।

হাসমত গতবছর কোপেনহেগেনে গ্রাজুয়েশন শেষ করে একটি নামকরা আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থায় কো-অরডিনেটর পদে যোগ দেয়। তার অনেকদিনের স্বপ্ন বাংলাদেশে এসে একবার নিজ গ্রামটা ঘুরে দেখার। সৌভাগ্যক্রমে ছয় মাসের জন্য তাকে ঢাকায় বদলি করা হয়। ঢাকায় এসে কাজের ব্যস্ততায় দ্রুত সময় পার হতে থাকে। সে পত্রিকা পরে ম্যাপ দেখে আর কলিগদের কাছে জেনে নিয়ে আজ একটা বিশেষ দিনে বরিশাল হয়ে চর ভেদুরিয়ায় রওনা হয়।

স্কুলের বাঁশের বেঞ্চি থেকে উঠে সে সামনের মেঠো পথ ধরে এগুতে থাকে। পড়ন্ত বিকালে গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে তার ভালই লাগছে। নিজের গ্রাম মাটি আর শেকড়ের কথা ভেবে তার হারিয়ে যাওয়া মা বাবার কথা ছোট বেলার স্মৃতির কথা ভেসে ওঠে। হঠাৎ করে 'বাসু' 'বাসু' বলে ডাকতে ডাকতে মা তার ছয় বছর বয়সী ছেলের পিছু পিছু রাস্তায় উঠে আসে। সামনে অচেনা অজানা হাসমতকে দেখে মা ছেলে দুজনেই থমকে দাড়ায়।

হাসমত বাচ্চা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে

কি নাম তোমার খোকা?

ছেলেটা তখনো চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো অপরিচিত কাউকে নাম বলতে চায় না। পাশ থেকে তার মা নিচু গলায় বলে ওঠে

পোলার নাম বাসার। তয় মোরা বাসু বোলাই। তারপর মা ছেলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসমতের দিকে তাকায়।

হাসমত হেসে বলে আমি আজই এই গ্রামে এসেছি।

হাসমতের কেন জানি মনে হোল এই মা ছেলেকে তার জীবনের করুন কাহিনী বলা যায়। আসলে কাউকে বলে তার বুকের ভেতরে জমে থাকা কষ্ট আর দুঃখ কিছুটা লাঘব করা যায়। সব ঘটনা জেনে অল্পবয়সী মা খুবই ব্যথিত হয়। তার চোখের কোনে পানি চিক চিক করতে থাকে।

হাসমত তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলে মহিলা বলে

ভাইজান চারটা ভাত মুখে দিয়া তয় যাইয়েন।

বলে বাসুর হাত ধরে পথ দেখিয়ে তাদের ছনের ঘরের আঙ্গিনায় নিয়ে আসে।

তারপর বাসু একটা হোগলা পাটি এগিয়ে দিলে হাসমত বিছিয়ে বসে পরে। বাসুর মা ভেতর থেকে মাটির সানকিতে করে ভাত পাশে বেগুন ভর্তা আর অন্য একটা বাটিতে করে ডাল এনে তার সামনে রাখে। খাবার দেখে তার সারাদিনের ক্ষুধা তীব্রভাবে জানান দিয়ে ওঠে। হাসমত পাশে রাখা গ্লাস থেকে পানি ঢেলে হাত ধুইয়ে যেই খাওয়া শুরু করতে যাবে ঠিক তখনি উঠানের ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক লাঠিতে ভর করে হাঁক ছাড়ে

হাসমত চমকে বৃদ্ধার দিকে ঘুরে তাকায়। উঠে গিয়ে লাঠি ধরে বুড়িকে আঙ্গিনায় তার পাশে এনে বসায়। তারপর সে বাসুর মার কাছ থেকে বুড়ির জন্য আরেকটি সানকি চেয়ে নেয়। সামান্য কিছু নিজের সানকিতে রেখে বাকি সব ভাত বুড়ির সানকিতে তুলে দেয়। তারপর গ্লাস থেকে পানি ঢেলে পরম জতনে বুড়ির হাতটা ধুইয়ে তার সানকিতে ধরিয়ে দেয়। আনন্দে বুড়ির চোখ চিক চিক করে ওঠে। তারা দুজনে গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করে। তারপর দুজনেই বাসু ও তার মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার পথে বেড়িয়ে পড়ে।

আজ মাদার'স ডে। হাসমত মনে মনে ঠিক করে ফেলে আজ সারাটা রাত সে গ্রামের পথে পথে হাঁটবে।

নাইম আবদুল্লাহ
১১/০৫/২০১৩